

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়  
যমুনা বহুবৃথী সেতু কর্তৃপক্ষ

যমুনা বহুবৃথী সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মেজর জেনারেল এম এ মতিন, বিপি, পিএসসি (অবঃ), উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, যমুনা বহুবৃথী সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ড।  
তারিখ : ০৩/০৫/২০০৭ খ্রিঃ।  
সময় : সকাল ১০:০০ টা।  
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, সেতু ভবন, যমুনা বহুবৃথী সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে যমুনা বহুবৃথী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এবং বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেন সভার শুরুতে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে যবসেক এর সার্বিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে এ পর্যায়ে অত্র কর্তৃপক্ষের নাম পরিবর্তন এবং আলাদা সেতু বিভাগ সৃষ্টির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। যমুনা বহুবৃথী সেতু কর্তৃপক্ষের সংশোধিত অধ্যাদেশ (১৯৯৮) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি (১৫০০ মিটার ও তদুর্ধের সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, টোল রোড, বাইপাস, ফ্লাইওভার ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ) বৃদ্ধির বিষয়টি তিনি উল্লেখ করলে জালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে তার পূর্ব কর্ম অভিজ্ঞতার আলোকে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আরো কিছু কাজের দায়িত্ব অর্পনের প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবের সাথে অন্যান্য সদস্যবৃন্দও একমত পোষণ করেন। অতঃপর নির্বাহী পরিচালক সভার আলোচ্য সূচী ধারাবাহিকভাবে সভাপতির সম্মতিক্রমে উপস্থাপন করেন।

প্রথমে তিনি ৮৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্য সূচী-৩ এ বর্ণিত পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অংগতি অবহিতকরণ প্রসঙ্গে জানান যে, এই আলোচ্যসূচির প্রথম লাইনে ‘পদ্মা’ এর স্থলে ভুলবশতঃ ‘যমুনা’ লিখা হয়েছিল, যা ‘পদ্মা’ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। অতপর: ৮৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর (যা ইতিপূর্বে বিতরণ করা হয়েছে) তার উপর তিনি আলোকপাত করেন এবং তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের মতামত জানতে চান। ৮৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

৫

## আলোচ্যসূচী-২ : ৮৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

নির্বাহী পরিচালক, যবসেক গত ৩১/০১/২০০৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। আলোচনাকালে সভায় উপস্থিত পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (ভৌত অবকাঠামো) পদ্মা সেতুর বিস্তারিত নক্সা সংক্রান্ত TPP-টি মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা অনুমোদন করেছেন বলে সভায় জানান। যমুনা সেতুর সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ৯৮ কম্পোজিট ট্রিগেডের টহলরত যানবাহন বিনা টোলে সেতু পারাপারের বিষয়ে আলোচনায় সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে এ খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, বিনা টোলে কোন সংস্থার যানবাহনকে সেতু পারাপারের অনুমতি দিতে অত্র বোর্ড কিংবা যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ক্ষমতাবান নয়। এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদন প্রয়োজন।

### **সিদ্ধান্ত ৪**

#### ২। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয় :

(১) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক টোল সেতু বিনা টোলে পারাপারের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখার জন্য অনুরোধ করতে পারে। একই সংগে বিষয়টি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নজরে এনে যমুনা সেতুর সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ৯৮ কম্পোজিট ট্রিগেডের সুনির্দিষ্ট (earmark) যানবাহনসমূহ-কে বিনা টোলে যমুনা সেতু পারাপারের বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বরাবর নির্দেশনা চেয়ে একটি সার-সংক্ষেপ প্রেরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

#### **আলোচ্যসূচী-৩ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ (যবসেক) ও এর আওতাধীন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও ছক্কুম দখল এবং অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা অনুমোদন।**

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ (যবসেক) ও এর আওতাধীন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও ছক্কুম দখল এবং অধিগ্রহণকৃত জমি-জমা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি খসড়া নীতিমালা সভায় উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণকালীন অধিগ্রহণকৃত ৭,৬৬০.৪০ একর জমির মধ্যে কিছু জমি, পুরুর,

জলাশয়, বারোপিট, পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। আর বেশ কিছু জমি অবৈধ দখলে ছিল, যা ইতিমধ্যে দখলমুক্ত করা হয়েছে। উক্ত জমি-জমা ইজারা প্রদানের মাধ্যমে অবৈধ দখলমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে যবসেক কর্তৃপক্ষের পক্ষে জমির দখলী স্বত্ত্ব বজায় রাখার পাশপাশি জমির সুব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আয় করা সহজতর হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জমি-জমা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে অত্র কর্তৃপক্ষের জন্য একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে অব্যবহৃত জমি, জলাশয়, স্থাপনা ইত্যাদি ইজারা দেয়া যেতে পারে।

২। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জ্ঞানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিবসহ সভায় উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিগণ খসড়া নীতিমালার উপর নিম্নরূপ সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করেন।

- নীতিমালার প্রথম প্যারায়, যবসেক অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৩(গ) : বাদ দেয়া যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৪.৪ : ‘অস্থায়ী ভিত্তিতে’ এর পরিবর্তে ‘বছরওয়ারী’ উল্লেখ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৫.৭ : স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ না করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৫.৮ : ‘কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না’ এর পরিবর্তে ‘কোন ওজর আপত্তি করা যাবে না’ উল্লেখ করা যায়;
- অনুচ্ছেদ-৫.৯ : ‘তা পরবর্তীতে প্রত্যহার হলে জরিমানা ছাড়া বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে নির্বাহী পরিচালক বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পারবেন’ এর পরিবর্তে ‘সে ক্ষেত্রে আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকাকালীন জরিমানা ছাড়া বকেয়া আদায়ের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক নিষ্পত্তি করতে পারবেন’;
- অনুচ্ছেদ-৫.১৫ ‘চেক’ এর পরিবর্তে ‘পে-আর্ডার’ উল্লেখ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৫.২০ : অনুচ্ছেদ-৫.৭ এর অনুরূপ হওয়ায় অনুচ্ছেদ-৫.২০ বাদ দেয়া যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৫.২১ : বর্ণিত অনুচ্ছেদের উপর সংস্কার/মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৬.৩ : ‘একই বিজ্ঞপ্তি’ এর পরিবর্তে ‘একই আইটেমের বিপরীতে’ উল্লেখ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৭.৩ : বর্ণিত অনুচ্ছেদের উপর সংস্কার/মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৮.১ : সর্বশেষ লাইনে উল্লিখিত ‘অগ্রাধিকার দিতে হবে’ বাদ দেয়া যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-১০.২ এবং ১০.৪ প্রবেশ পথের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা বাংলা ও ইংরেজীতে উল্লেখপূর্বক সংশোধন করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-১১.২ : ‘যথাযথ কর্তৃপক্ষ’ এবং ‘সংশ্লিষ্ট সংস্থা’ এর সংজ্ঞা উল্লেখ করা যেতে পারে;

- অনুচ্ছেদ-১১.৪ : 'ইজারা বছর' এর সংজ্ঞা উল্লেখ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-১৫.১ শ্রেণীভিত্তিক ইজারার হার উল্লেখপূর্বক 'অন্যান্য এলাকা' হিসেবে একটি কলাম উল্লিখিত টেবিলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া শ্রেণীভিত্তিক ইজারার হার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত: সংশোধন করা যেতে পারে।

৩। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ উল্লিখিত মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নীতিমালাটি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

### সিদ্ধান্ত ৪

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

'যমুনা বঙ্গুরী সেতু কর্তৃপক্ষ (যবসেক) ও এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল এবং অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত' খসড়া নীতিমালাটি উপরিলিখিত অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের নিমিত্ত প্রেরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিষয়টি প্রক্রিয়া করণের পূর্বে জমি-জমা ব্যবস্থাপনা তথা ইজারা প্রদানের বিপরীতে সাম্প্রতিক সময়ে জমি-জমা ইজারার উপর মহামান্য হাইকোর্ট এর প্রদত্ত রায়ের সিদ্ধান্তের কোন ব্যত্যয় হচ্ছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখবে। একইসংগে যমুনা সেতু কেপিআই'র এ-ক্যাটাগরী তালিকাভুক্ত একটি সেতু হওয়ায় সেতু সংলগ্ন জমি-জমা ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি-না তার উপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর বিষয়টির উপর ভূমি মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে কি-না তা পরীক্ষাক্রমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

**আলোচ্যসূচী-৪ :** যমুনা বঙ্গুরী সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যমুনা সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় হাট-বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থানে হাট-বাজার স্থাপন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা অনুমোদন।

যমুনা বঙ্গুরী সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যমুনা সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় হাট-বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থানে হাট-বাজার স্থাপন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং প্লট বরাদ্দ

সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালাটি যবসেক এর নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সেতুর উভয় পাড়ে দুটি পুনর্বাসন পল্লী গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন সুবিধাদি যথা স্কুল, মাঠ, মসজিদ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মার্কেট ইত্যাদির সুব্যবস্থা রয়েছে। উভয় পাড়ে মার্কেটের জন্য নির্ধারিত স্থানে দুটি করে পাকা শেড নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত স্থানে পাকা শেড ছাড়াও দৈনন্দিন বাজার এবং সাংগৃহিক হাট বসার জন্য যথেষ্ট উন্নত জায়গা রয়েছে। কিন্তু নীতিমালা না থাকায় মার্কেটের জন্য নির্ধারিত স্থানটি হাট-বাজার ব্যবস্থাপনার আওতায় বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মার্কেটটি চালু করাও সম্ভব হচ্ছে না। এতে করে একদিকে যবসেক যেমন রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে পুনর্বাসন ও তৎসংলগ্ন এলাকার জনসাধারণ নাগরিক সুবিধাদি হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

## ২। বিস্তারিত আলোচনা করে সভায় উপস্থাপিত খসড়া নীতিমালার উপর নিম্নরূপ সংশোধনী প্রস্তাব করেন :

- নীতিমালার প্রথম প্যারায়, যবসেক অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-২.২(চ) : শতকরা হার সংশোধন করে ১০ এর পরিবর্তে ১৫ উল্লেখ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-২.৬ : প্লট বরাদ্দের সময়সীমা ২৫ বছরের পরিবর্তে ১০(দশ) বছরের জন্য করা যেতে;
- অনুচ্ছেদ-৫.৪(জ) এবং ৬.৫ : বাদ দেয়া যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৩.১ : ‘স্থানীয় বা পত্রিকায়’ এর পরিবর্তে ‘স্থানীয় পত্রিকায়’ উল্লেখ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৫.১ : ‘মডেল চুক্তিপত্রের’ এর পরিবর্তে ‘নির্ধারিত চুক্তিপত্রের’ উল্লেখ করা যেতে পারে;
- প্লট গ্রহীতা মারা গেলে বৈধ উত্তরাধিকারীর বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে;
- প্রয়োজনে ভবিষ্যতে সংশোধন করার বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

## সিদ্ধান্ত ৩

### ৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

“যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যমুনা সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় হাট-বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থানে হাট-বাজার স্থাপন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত খসড়া নীতিমালাটি উপরিলিখিত অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত মতামতের ভিত্তিতে সংশোধন সাপেক্ষে আইনানুগ পদ্ধতিতে প্রবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে সেতুর জন্য

অধিগ্রহণকৃত জমি সেতুর উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যতিরেকে প্লট আকারে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ ভাবে বরাদ্দ প্রদান করার আইনগত সুযোগ রয়েছে কি-না এবং করা যায় কি-না তা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষাক্রমে সুনির্দিষ্ট মতামত সহযোগে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় আলোচনা ও পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করবে। তাই বিষয়টির উপর বিধিমতে পরীক্ষাক্রমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য যবসেক প্রণীত খসড়া মীতিমালাটি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসাবে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

#### আলোচ্যসূচী-৫ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষে সরাসরি নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর ভাতা প্রদানের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক বলেন যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (Autonomous Body Corporate)। ১৯৮৫ সালের ৪ঠা জুলাই সরকারী এক অধ্যাদেশ বলে “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ” গঠন করা হয়। সাফল্যজনকভাবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ যমুনা সেতুর বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্তির পর ১৯৯৮ সালে সরকার অধ্যাদেশ সংশোধন করে সেতু কর্তৃপক্ষের কার্য-পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৫০০ ঘিটার ও তদুর্ধ দৈর্ঘ্যের সেতু এবং টোল সড়ক যথা : সড়ক, বাইপাস, ফাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে বা রিং-রোড নির্মাণ ও নির্মানোত্তর সেগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করে।

২। নির্বাহী পরিচালক আরো জানান যে, ‘যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ’ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ১৫৭টি পদ “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ” এর অনুকূলে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর সংক্রান্ত সরকারী আদেশ গত ২৬/০৯/২০০৫ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারী করা হয়। যার প্রেক্ষিতে ২৭.১২.২০০৬ তারিখে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত এক আদেশের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট পদসমূহে নিয়মিত করা হয়।

৩। তিনি এ বিষয়ে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের অর্ডিনেন্সের সেকশন-২৪ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত ৮ই নভেম্বর ১৯৮৯-এ জারীকৃত কর্তৃপক্ষের চাকুরী প্রবিধানমালার ৫৩ নং অনুচ্ছেদে অবসর ভাতা ও অবসর জনিত সুবিধাদি সম্পর্কে যা বর্ণিত আছে তা উন্নত করেন: “অথরিটি সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে লিখিত আদেশ দ্বারা সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল, অবসর ভাতা ও অবসর জনিত সুবিধাদি পরিকল্পনা চালু করিতে পারবে এবং এইরপ পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা ও সরকার কর্তৃক তৎসম্পর্কে সময় সময়

জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।” তিনি সভায় দ্রষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের মত অন্যান্য সংস্থা যেমন : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডে অবসর ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। তাঁর (নির্বাহী পরিচালক) প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এই ধরণের সুবিধাদি কর্তৃপক্ষে চালু করার বিষয়ে বোর্ডের সকল সদস্যই সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

### সিদ্ধান্ত ৪

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের পূর্বে সরকারী বিধিমালা অনুযায়ী অন্যান্য স্বায়ত্ত্বাস্তিত সংস্থার মত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের রাজস্ব খাতভূক্ত পদের বিপরীতে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত, নিয়মিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে পাশকাটিয়ে সরাসরি যবসেক কর্তৃপক্ষ প্রদান করতে পারেন কি-না, না-কি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিষয়টি প্রক্রিয়া করার আবশ্যিকতা রয়েছে তা সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের মতামত সহযোগে পরীক্ষাক্রমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় একটি প্রতিবেদন পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করবে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিষয়টি স্পষ্টীকরণের পূর্ব সময়কাল পর্যন্ত এ বিষয়ে বিধিমতে পরবর্তী কার্যকর ব্যবস্থা যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে।

আলোচ্যসূচী-৬ ৪ যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের অধীন যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এবং পুনর্বাসন প্রকল্পে নিয়োগকৃত ৬০ জনের মধ্যে ২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত মামলার রায় বাস্তবায়ন।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের অধীন যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এবং পুনর্বাসন প্রকল্পে ইতিপূর্বে নিয়োগকৃত ৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত মামলার রায় বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ তুলে ধরে সভাপতির সম্মতিক্রমে নির্বাহী পরিচালক, যবসেক বলেন যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সংশোধিত পিপিতে সংস্থানকৃত ১৯৮টি এবং পুনর্বাসন প্রকল্পের পিপি অনুযায়ী ৫৬টি পদের বিপরীতে বিদ্যমান শুন্য পদে এপ্রিল, ২০০১ হতে আগস্ট, ২০০১ পর্যন্ত সময়ে ৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে উক্ত নিয়োগ সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বিধিসম্মত না হওয়ায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের

নির্দেশ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমস্ত নিয়োগ আদেশ বাতিল করার প্রেক্ষিতে ৬০ জনের মধ্যে ২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বাতিল আদেশ চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ২৩৬৩ ডড ২০০২ নং রীট মামলা দায়ের করেন। মহামান্য আদালত কর্তৃপক্ষের উক্ত নিয়োগ বাতিল আদেশ বে-আইনী ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন।

২। তিনি (নির্বাহী পরিচালক) সভায় আরও জানান যে, উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে অত্র কর্তৃপক্ষ হতে সুপ্রীমকোর্টের আপীলাত বিভাগে আপীল করা হলে মহামান্য আদালত পুনরায় যবসেকের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন। এই মামলার রায় কার্যকর করা হলে কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হবে। তাই উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দায়ের করা হয়। দায়েরকৃত রিভিউ পিটিশন নং ২৬/২০০৬ মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট গত ০১/০২/২০০৭ তারিখে খারিজ করে হাইকোর্টের বিভাগের পূর্বের রায় বহাল রাখে।

৩। নির্বাহী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে ২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃপক্ষ বরাবর যোগদানপত্র দাখিল করেছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে গত ১১/০৪/২০০৭ তারিখে পত্রের মাধ্যমে মহামান্য আদালতের রায়ের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যবসেককে অনুরোধ করা হলে মহামান্য আদালতের রায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত উল্লেখ করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য গত ১৯/০৪/০০৭ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। আদালতের রায় অনুযায়ী ২২জন কর্মকর্তা/কর্মচারী যোগদান প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেলে যবসেক এর চাকুরীর তফসিল অনুযায়ী ৯(নয়) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (কার্যপত্রে উল্লেখিত ক্রমিক নং-১,২,৩,৪,৬,৭,৮,৯,১০) যোগদান-পত্র গ্রহণ ও পদায়ন করা যেতে পারে। অবশিষ্ট ১৩জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যোগদানপত্র গ্রহণপূর্বক উদ্বৃত্ত ঘোষণা করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা যায় এবং তাদের বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদান করা যেতে পারে। তবে আদালতের রায় সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য আইন বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে উহা যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার পক্ষে বোর্ডের সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

### সিদ্ধান্ত :

বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে,



যবসেক এর ২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর যোগদানপত্র গ্রহণ ও পদায়ন এবং তাদের বকেয়া বেতন-ভাতাদি  
আদালতের রায় অনুযায়ী প্রদানের পূর্বে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আইন কোষের মতামত নিয়ে মন্ত্রণালয়  
যথাশীঘ্রই বিধিমতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

**আলোচ্য সূচি-৭ : ভূয়াপুর উপজেলাধীন গোবিন্দাসিতে গরুর হাট বসানোর জন্য জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল-  
এর অনুকূলে ৩ একর জমি হস্তান্তর।**

ভূয়াপুর উপজেলাধীন গোবিন্দাসিতে গরুর হাট বসানোর জন্য জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল-এর অনুকূলে ৩ একর জমি  
হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় পেশ করে জানান যে, টাঙ্গাইল জেলাধীন ভূয়াপুর উপজেলা  
নির্বাহী কর্মকর্তা যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত কুকাদাই মৌজার ২.৭৫ একর এবং গোবিন্দাসী  
মৌজার ০.২৫ একর মোট ৩ একর অব্যবহৃত জমি গোবিন্দাসী এলাকায় অবস্থিত গরুর হাটের জন্য বরাদ্দ দেয়ার  
লক্ষ্যে যবসেককে পত্র দেন। পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, স্থানীয়ভাবে গোবিন্দাসী গরুর হাটটি যবসেক কর্তৃক নির্মিত  
বন্যা নিয়ম্নোগ্রাম বাঁধ-কাম সড়কের (কন্ট্রোল-৭) দুই পার্শ্বে বসে থাকে। এতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাধের  
অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। ফলে হাটটি অন্যত্র স্থানান্তর করা প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত হাটের কোথাও কোন খালি জায়গা  
না থাকায় হাটটি স্থানান্তর করা যাচ্ছে না। হাটটি উক্ত এলাকার একমাত্র গরুর হাট হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ এবং দিন  
দিন এটি বিস্তার লাভ করছে। হাট হতে প্রতি বছর সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হচ্ছে, তাই হাটটি  
স্থানীয়ভাবে বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন।

২। যবসেক এর নির্বাহী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, জেলা প্রশাসক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উক্ত  
প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিগত ২৭/১১/১৯৯৬  
তারিখে তৎকালীন যমুনা সেতু বিভাগের সচিবকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। জেলা প্রশাসকের অনুরোধ-  
এর প্রেক্ষিতে তৎকালীন সচিব-এর অনুমোদনক্রমে গরুর হাটটি উক্ত ৩ একর জমিতে স্থানান্তরের বিষয়ে বিগত  
১৩/৩/১৯৯৭ তারিখে যবসেক থেকে নীতিগতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত জমি গরুর হাটের জন্য ইজারা  
বাবদ প্রতি বছর জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন অনেক অর্থ আয় করে থাকে। তাই ইজারা বাবদ আয়কৃত অর্থের  
একটি নির্দিষ্ট অংশ অত্র কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা সাপেক্ষে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইলের অনুকূলে বর্ণিত জমি  
হস্তান্তর করা যেতে পারে। এ প্রসংগে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ মতামত ব্যক্ত করেন যে, এখন যে অবস্থায় এ সব  
জমি রয়েছে সে অবস্থায় রাখাই সমীচীন হবে। “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ (যবসেক) ও এর আওতাধীন প্রকল্পের জন্য  
জমি অধিগ্রহণ ও হস্ত দখল এবং অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যবস্থাপনা” সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালাটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক  
অনুমোদনের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে।

### সিদ্ধান্ত :

৩। বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে :

“যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ (যবসেক) ও এর আওতাধীন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও হকুম দখল এবং অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের পরই উক্ত নীতিমালার আলোকে ভূয়াপুর উপজেলাধীন গোবিন্দাসিতে গরম হাট লীজ দেয়ার বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় সিদ্ধান্তে র জন্য পেশ করা যেতে পারে।

**আলোচ্যসূচী-৮ :** যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম প্রসঙ্গে।

যবসেক এর নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করার লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, অন্যান্য বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি কিছু আইটেমের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বরাদ্দের তুলনায় বেশী হওয়ায় সেগুলো আর্থিক অনিয়ম ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন। বিষয়টি ৮৪তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে উক্ত সভায় সরকারী আইন অনুযায়ী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে নিয়োজিত জনাব শহিদুল আলম (সচিব, বর্তমানে ওএসডি), জনাব বেনু গোপাল দে (যুগ্ম-সচিব, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) এবং জনাব বিকাশ চৌধুরী (উপ-সচিব, বর্তমানে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন) এর নিকট হতে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত কমিটি কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিপরীতে মতামত/জবাব পাওয়া যায়।

২। গত ৩১/০১/০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের ৮৭তম বোর্ড সভায় বিষয়টির উপর গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিষয়টি Matrix আকারে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হ'ল।

### সিদ্ধান্ত :

৩। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে বর্ণিত  
৩(তিনি) জন প্রকল্প পরিচালকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত তদন্ত  
প্রতিবেদনটি পরীক্ষাত্ত্বে পরবর্তী বোর্ড সভায় Matrix আকারে উপস্থাপন করতে হবে।

**আলোচ্যসূচী-৯ :** যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সাঁটলিপিকার জনাব অসীম কুমার দত্ত-কে চিকিৎসা বাবদ  
২৪,৯১৫/- (চরিশ হাজার নয়শত পনের) টাকার আর্থিক সাহায্য/অনুদান মঙ্গুরী  
সংক্রান্ত।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সাঁটলিপিকার জনাব অসীম কুমার দত্ত-কে চিকিৎসা বাবদ ২৪,৯১৫/- (চরিশ হাজার  
নয়শত পনের) টাকা আর্থিক সাহায্য/অনুদান মঙ্গুরীর বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে,  
সাঁটলিপিকার জনাব অসীম কুমার দত্ত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের একজন নিজস্ব কর্মচারী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে  
জটিল রোগে আক্রান্ত থাকার পর ঢাকার শমরিতা হাসপাতাল লিঃ এ ভর্তি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী  
অপারেশন বাবদ ২৪,৯১৫/- (চরিশ হাজার নয়শত পনের) টাকা ব্যয় হয়। তিনি একজন গরীব কর্মচারী। এই  
ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য তার পক্ষে আর্থিক সংস্থান করা সম্ভব হয়নি। বিধায় আন্তীয়-স্বজন ও বন্ধু-বাঙ্কবের নিকট  
থেকে খণ্ড নিয়ে এই ব্যয় মিটিয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছেন।

#### সিদ্ধান্ত :

২। বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত সাঁটলিপিকার জনাব অসীম কুমার দত্তের চিকিৎসা বাবদ ২৪,৯১৫/-  
(চরিশ হাজার নয়শত পনের) টাকা আর্থিক সাহায্য/অনুদান প্রদানের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী বিবিধ-১ ও বিবিধ-২ পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভাপতি সভায় উপস্থিত  
সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ : ...../০৫/২০০৭

*মঙ্গুরী* - ২০১০/০৭

(মেজর জেনারেল এম এ মতিন, বিপি, পিএসসি (অবঃ))

মাননীয় উপদেষ্টা

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ড।

৩ মে, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের  
৮৮তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নাম।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	ফোন/ মোবাইল	স্বাক্ষর
১.	মুক্তিপ্রাপ্ত এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাতা	যমুনা		
২.	ব্রেটেন ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠাতা	শ্রীমতি মুক্তিপ্রাপ্ত মহাশ্রী		
৩.	গোহাম্বা আবদুল হামিদ অধ্যাপক মহাশ্রী	সর্বিজেন্স কমিশন ৮১১৫১১১		
৪.	শ্রী. মুক্তিপ্রাপ্ত অধিকারী মহাশ্রী	যমুনা	৮১১৮৮৮	
৫.	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যুক্তিপ্রাপ্ত - বিষয়-২	অধ্যক্ষবিষয়ক ব্যবস্থাপনা	৯২৫৪৪৪৪	অধ্যক্ষ
৬.	প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ মুক্তিপ্রাপ্ত	এমি স্ট্রান্স	৯১৬২৭৭০	
৭.	কে. অক্ষয়, এস, চৌধুরী মুক্তি-সচিব (সম্পর্ক)	অক্ষয়, চৌধুরী ও সচিব, মন্ত্রণালয়	৯১৬৪৮৫১	
৮.	ড. জয়চান্দ আবদুল হামিদ মুক্তি-সচিব (প্রশিক্ষণ)	যমুনা মন্ত্রণালয়	৯১৬৪৮৬০	
৯.	শ্রী. জ্যোতি শৈল হায়দর পরিচালক, ওজৱ	ব্যবস্থাপনা কমিশন	০১২৩৪৭০ ৮৭০	অধ্যক্ষ
১০.	নারে, নজ, অবসর কল্পনা সচিব	ব্যবস্থাপনা		অধ্যক্ষ
১১.	বিজয় মুখ্য মন্ত্রী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান	২৫২২৫	০১৭১৯- ১০৬২৫৪	অধ্যক্ষ
১২.	বি. প্রিয়া, প্রিয়া, অবসর সচিব PM	যমুনা	৯৮৮৭৭৩০	অধ্যক্ষ
১৩।	জ্যোতি আবদুল হামিদ সচিব প্রক্রিয়া	যমুনা	০১৬৮৮৭৭১	অধ্যক্ষ
১৪।	বিজয় মুখ্য মন্ত্রী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান	২৫২২৫	০১৬৭৭০৪	অধ্যক্ষ
১৫।	অবসর প্রক্রিয়া (প্রক্রিয়া)	২৫২২৫	০১৬১৭৮৮	অধ্যক্ষ
১৬।	অবসর প্রক্রিয়া (প্রক্রিয়া) ওজ-মন্ত্রণালয় (প্রক্রিয়া)	২৫২২৫	০১৬১৭৮৮	অধ্যক্ষ
১৭।	বিজয় মুখ্য মন্ত্রী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান	২৫২২৫	০১৬১৭৮৮	অধ্যক্ষ
১৮।	বিজয় মুখ্য মন্ত্রী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান	২৫২২৫	০১৬১৭৮৮	অধ্যক্ষ
১৯।	বিজয় মুখ্য মন্ত্রী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান	২৫২২৫	০১৬১৭৮৮	অধ্যক্ষ
২০।	বিজয় মুখ্য মন্ত্রী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান	২৫২২৫	০১৬১৭৮৮	অধ্যক্ষ
২১।	বিজয় মুখ্য মন্ত্রী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান	২৫২২৫	০১৬১৭৮৮	অধ্যক্ষ

৩ মে, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের  
৮৮তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নাম।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	ফোন/ মোবাইল	স্বাক্ষর
১	শেখ হেমেন্দ্রনাথ প্রসাদ গুহাপাত্রী	ব্যবস্থাপনা	০১৭১৫-৫৬১৯৩৩	০৩/০৭ ৩/০৭
২।	বৈধি কেন্দ্র প্রযোজন কর্তৃপক্ষ প্র	ব্যবস্থাপনা	০১৭১৫/০২০	০২/০৭ ৩/০৭
৩।	শেখ আব্দুর রুফিয়ান গুহাপাত্রী (প্রযোজন)	ব্যবস্থাপনা	৯৮৯৫২৪৪	০৩/০৭ ৩/০৭
৪।	মেজেন্ট অবস্থা ইন্ডাস্ট্রি অবিশ্বাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল (প্রযোজন)	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ	০১৭২৭০০৩৭১৯	০৩/০৭ ৩/০৭
৫	এন্সি প্রযোজন এন্ড প্রোড টেক-গুহাপাত্রী (প্রযোজন)	ব্যবস্থাপনা	—	০৩/০৭ ৩/০৭
৬।	এ. এন্সি. প্রযোজন ইন্ডাস্ট্রি, সমস্যা কর্তৃপক্ষ, প্রযোজন প্রযোজন	ব্যবস্থাপনা	৬৬৬৬২২	০৩/০৭
৭	শীঘ্ৰ প্রযোজন প্রযোজন ও. এন্সি:	ব্যবস্থাপনা	৯৮৬২০১৪	০৩/০৭
৮।	বেচেন্স ইন্ডাস্ট্রি (প্রযোজন প্রযোজন)	ব্যবস্থাপনা	১৮৮১১৩২	০৩/০৭
৯।	ক্রিঃ লিমিটেড প্রযোজন প্রযোজন প্রযোজন	ব্যবস্থাপনা	৮৫৫৫৬২০	০৩/০৭
১০।	এন্সি এন্ড প্রযোজন নিবার্য প্রযোজন (প্রযোজন)	ব্যবস্থাপনা	১৫৮৮৬৫৪	০৩/০৭
১১।				